কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৯২ তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: ড: মো: কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি ।

সভার তারিখ ও সময়: ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সকাল ১০.৩০ টা

সভার স্থান: ১নং সম্মেলন কক্ষ, বিএআরসি, ঢাকা

সভায় উপস্থিতির তালিকা: "পরিশিষ্ট - ক"

সভাপতি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য মো: খায়রুল বাসার, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ জানান। অত:পর সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি, উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান এবং আলোচ্য বিষয় সভায় উপস্থাপনের জন্য জনাব মো: নাসির উদ্দীন, উপপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ) কে অনুরোধ জানান।

আলোচ্য বিষয় ১ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৯১ তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯১ তম সভা ১০ এপ্রিল ২০১৮, সকাল ১১.০০ টায় ড: মো: কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ১০ মে ২০১৮, খ্রি: তারিখের ৭১১(ক)/২০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের নিকট বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন লিখিত মতামত পাওয়া যায়নি এবং অদ্যকার সভায় কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত : জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯১ তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিসমর্থন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়: ২ বোরো/২০১৭-১৮ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বোরো/২০১৭-১৮মৌসুমে ২০টি বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান ৩০টি হাইব্রিড জাতের বীজ হাইব্রিড ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য মোট জমা প্রদান করেছে। যা নিম্ন ছকে প্রদর্শন করা হলো।

১ম বর্ষ - মোট ২৫ টি।

ক্র নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
১	নীলসাগর সীডস এন্ড টিস্যু কালচার লিমিটেড	নীলসাগর হাইব্রিড ধান ১ (NIL 101)	চায়না	১ম বৎসর
২	নীলসাগর সীডস এন্ড টিস্যু কালচার লিমিটেড	নীলসাগর হাইব্রিড ধান ২ (NIL 102)	চায়না	১ম বৎসর
৩	ইস্পাহানি এগ্রো লিমিটেড	ইস্পাহানি ৯ (NPH 2003)	ভারত	১ম বৎসর
৪	মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাস্ট্রিজ	মিতালী হাইব্রিড সুবর্ণ ৩ (SHD 1018)	বাংলাদেশ	১ম বৎসর
৫	সুপ্রিম সীড কোম্পানী লি:	সুপ্রিম হাইব্রিড হীরা ২৩ (HS 381)	চায়না	১ম বৎসর
৬	সুপ্রিম সীড কোম্পানী লি:	সুপ্রিম হাইব্রিড হীরা ২৪ (SA 1510)	চায়না	১ম বৎসর
৭	সুরভী এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	সুরভী হাইব্রিড ১ (RXEL 34)	ভারত	১ম বৎসর
৮	মাহিকো বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড	RXML 38	ভারত	১ম বৎসর
৯	অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড	ACCL 1(SHX 015)	ভারত	১ম বৎসর
১০	ন্যাশন্যাল এগ্রি কেয়ার হাইব্রিড সীডস লিমিটেড	JANAK RAJ 2 (Q -15)	চায়না	১ম বৎসর
১১	ন্যাশন্যাল এগ্রি কেয়ার হাইব্রিড সীডস লিমিটেড	JANAK RAJ 3 (Q 19)	চায়না	১ম বৎসর
১২	ন্যাশন্যাল এগ্রি কেয়ার ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিমিটেড	NATIONAL 2 (CQR 28)	চায়না	১ম বৎসর
১৩	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিমিটেড	সিনজেন্টা S-1206 (NK 17230)	ভারত	১ম বৎসর
১৪	মেটাল এগ্রো লিমিটেড	HRM 807 (SHARATHI 15)	চায়না	১ম বৎসর
১৫	মেটাল এগ্রো লিমিটেড	HRM 1508 (Agrani-8)	চায়না	১ম বৎসর

১৬	ইএনপি সলিউশন্স লিমিটেড	SL-20H	ফিলিপাইন্স	১ম বৎসর
ক্র নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
১৭	অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড	ACCL 2(SHX 1510820)	ভারত	১ম বৎসর
১৮	বায়ার ক্রপ সায়েন্স লিমিটেড	অ্যারাইজ আইএনএইচ ১৭১৪৪(বায়ার হাইব্রিড ধান ৭)	ভারত	১ম বৎসর
১৯	কৃষিবিদ সীড লিমিটেড	কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-৫ (KFR 302)	চায়না	১ম বৎসর
২০	পারটেক্স এগ্রো লিমিটেড	Partex Hybrid dhan-3(Q-32)	চায়না	১ম বৎসর
২১	সুরভী এগ্রো ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লিমিটেড	সুরভী হাইব্রিড-২ (FL-7553)	চায়না	১ম বৎসর
২২	ব্যাগরো কোম্পানী লিমিটেড	রংধনু-২ (SQ01)	চায়না	১ম বৎসর
২৩	ম্যাকডোনাল্ড সীডস লিমিটেড	ম্যাকডোনাল্ড হাইব্রিড ধান-১(পিডি-৯০১)	ভারত	১ম বৎসর
২৪	লাল তীর সীডস লিমিটেড	LTHR-1	বাংলাদেশ	১ম বৎসর
২৫	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিমিটেড	সিনজেন্টা এস ১২০৩ (RH 664 +)	ভারত	১ম বৎসর

২য় বর্ষ - মোট ০৫ টি।

ক্র নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
১	ব্র্যাক সীড অ্যান্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ	ব্রাক হাইব্রিড ধান-১৫ (ARBH 1501)	ভারত	২য় বৎসর
২	কৃষিবিদ ফার্ম লিমিটেড	কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান ৩ (KFR ১০৭)	চায়না	২য় বৎসর
৩	মাহিকো বাংলাদেশ প্রাইভেট লিঃ	RXEL 20	ভারত	২য় বৎসর
৪	ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার ইনর্পোট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ	NATIONAL 1 (CQR 166)	চায়না	২য় বৎসর
৫	ইএনপি সলিউসন্স লিমিটেড	SL-18H	ফিলিপাইন্স	২য় বৎসর

উক্ত ৩০টি হাইব্রিড জাতের সাথে ৩টি চেকজাতসহ মোট ৩৩টি জাত দুইটি সেটে বিভক্ত করে ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে প্রেরণ করা হয়। A সেট (কোড নং-**H-1215 থেকে H-1231=17টি) এবং B সেট (কোড নং H-1232,H-1249(1)=18টি)** মোট ৩৫টি। বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব ও আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ট্রায়াল বাস্তবায়নের ফলাফল কোড ভিত্তিক তৈরী পূর্বক পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবরে প্রেরণ করেন। উক্ত মাঠ মূল্যায়ন কোড ভিত্তিক ফলাফল Computerized mean performance এর ভিত্তিতে Compilation পূর্বক সভায় উপস্থাপণ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৬তম সভার আলোচ্যসূচী ২ (২) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১) "কারিগরি কমিটির সুপারিশ মোতাবেক হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন কার্যক্রমে ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ কে বোরো মৌসুমে চেকজাত হিসেবে সাময়িক ভাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের ফলন হাইব্রিড চেক জাত হতে কমপক্ষে ১০% heterosis বেশি থাকতে হবে। তবে প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের জীবনকাল ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ এর চেয়ে ৭ দিন কম হলে এবং অন্যান্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে চেক জাত এবং হাইব্রিড জাতের ফলন সমান হতে পারে। (০২) চলতি বোরো মৌসুমে (২০১৭-১৮) হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালে চেক জাত হিসেবে ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ ব্যবহার করতে হবে"। উল্লেখ্য যে, ৫টি হাইব্রিড জাত পর পর ২ বছর ব্রিধান ২৮ ও ব্রিধান ২৯ চেক হিসেবে ব্যবহার করে ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র ১ বছর ব্রি হাইব্রিড ধান ৫ কে চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মতামত প্রদান করেন যে, চলতি মৌসুমে ট্রায়ালকৃত ৫টি ধানের হাইব্রিড জাতের জন্য ব্রিধান ২৮/ব্রিধান ২৯ চেক জাত হিসেবে ফলাফল বিশ্লেষন পূর্বক নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। অত:পর প্রচলিত নিবন্ধন পদ্ধতি অনুসরন করে ব্রিধান ২৮/ব্রিধান ২৯ কে চেক জাত হিসেবে তুলনা করে **heterosis** হার নির্ণয় করা হয় এবং যে সকল হাইব্রিড জাতের ফলন ৩ (তিন) বা তার অধিক অঞ্চলে চেক জাত থেকে অনষ্টেশন ও অনফার্মে পৃথকভাবে ২০% এর বেশী পাওয়া যায়, সে গুলো নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ১ : ব্র্যাক সীড এন্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ এর ARBH 1501 জাতটি (১ম বর্ষ H-1181 ও ২য় বর্ষ H-1229) ৫টি অধিক অঞ্চলে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে ব্র্যাক হাইব্রিড ধান ১৫ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ২ : ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিমিটেডের CQR 166 জাতটি (১ম বর্ষ H-1174 ও ২য় বর্ষ H-1240) ৪টি অঞ্চলে heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার হাইব্রিড ধান ১ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৩ : কৃষিবিদ ফার্ম লিমিটেড এর KFR ১০৭ জাতটি (১ম বর্ষ H-1171 ও ২য় বর্ষ H-1222) ৩টি অঞ্চলে (বরিশাল,চট্টগ্রাম ও রংপুর) heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় উল্লেখিত ৩টি অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান ২ হিসেবে সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ৪ : মাহিকো বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড এর RXEL 20 জাতটি (১ম বর্ষ H-1198 ও ২য় বর্ষ H-1218) ৩টি অঞ্চলে (বরিশাল, চট্টগ্রাম ও রংপুর) heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় উল্লেখিত ৩টি অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে মাহিকো হাইব্রিড ধান ২ হিসেবে সাময়িকভাবে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হলো।

শর্ত ১ ঃ বীজ উইং এর প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত জুন ২০১৬ (৬ষ্ঠ খন্ড) মোতাবেক "হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের সংশোধিত পদ্ধতি " অনুসরণ করে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন ও বাজারজাত করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের সময়ে সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন ও বাজারজাত করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৩ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর BRRI dhan 29-SC3-28-16-10-8-HRI (Com) ও BR(Bio)9786-BC2-59-1-2, কৌলিক সারি দুটি বোরো মৌসুমে যথাক্রমে ব্রিধান ৮৮ এবং ব্রিধান ৮৯ হিসেবে ছাড়করণ।

ক) BRRI dhan 29-SC3-28-16-10-8-HRI (Com),(প্রস্তাবিত ব্রিধান৮৮) :

এই কৌলিক সারিটি সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। উক্ত ভ্যারিয়েন্ট প্রথমত ২০০০ সালে ব্রিধান ২৯ এর চাল থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমপেরিয়াল কলেজের ওয়াই ক্যাম্পাসের ল্যাবরেটরিতে টিস্যুকালচার পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে উক্ত ভ্যারিয়েন্ট গ্রীনহাউজে স্থানান্তর করে জন্মানোর ফলে প্রাপ্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। উক্ত বীজ বর্ধণ করে প্রচলিত পদ্ধতিতে কৌলিক সারি বাছাইয়ের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লায় শীষ থেকে সারি পদ্ধতিতে চূড়ান্ত কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিটির জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ৩-৪ দিন আগাম । এ জাতটি ঢলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন যা চেকজাত ব্রিধান ২৮ এ নাই। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না। ধান পাকার পর ডিগ পাতা সবুজ থাকে । পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০সে. মি.। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২.১ গ্রাম। পাকা ধানের রং খড়ের মতো। চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন ও ভাত ঝরঝরে। এ ধানের অ্যামাইলোজ ২৬.৩% ।এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪০-১৪৩ দিন। এ জাতের কান্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ এবং ডিগ পাতা semi erect, গাছ ঢলে পড়ে না, ব্রিধান ২৯ থেকে ১৫ দিন আগাম। ব্রিধান ২৮ থেকে অধিক ফলনশীল ও আগাম। প্রস্তাবিত ব্রিধান ৮৮ এর গড় ফলন ৭.০০ টন/হেঃ। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরে ৮.৮ টন ফলন দিতে সক্ষম। প্রস্তাবিত ব্রিধান ৮৮ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম ।

ড. মো: রুহুল আমিন সরকার, এসএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ধানের জাতের গুনাগুন বিস্তারিতভাবে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করেন। এর প্রেক্ষিতে ড. মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি জানতে চান যে, প্রস্তাবিত জাতটির দানার আকার আকৃতি ব্রি ধান ২৮ এর মতই, কি কারণে ফলন বেশী তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ড. মো: আনসার আলী, পরিচালক (প্রশাসন) ও ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির ডিগ পাতা খাড়া এবং Photosynthesis Efficiency বেশী। ফলে পাকা দানা বেশী পাওয়া যায় এবং ফলন বেশী। জনাব মো: ফারুক জাহিদুল হক, মহাব্যবস্থাপক বীজ জানতে চান যে, জাতটি ব্লাষ্ট রেজিষ্টেন্স কিনা ? এ বিষয়ে ড. মো: আনসার আলী, পরিচালক (প্রশাসন) ও ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি শুধুমাত্র ১টি জায়গায় ব্লাষ্ট রোগের আক্রমন বেশী, অন্যান্য জায়গায় কোন আক্রমণ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এখন পর্যন্ত ব্লাষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। ব্লাষ্ট রোগটি একান্তই আবহাওয়া অনুকুল অবস্থার উপর নির্ভরশীল। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, জাতটি ব্রিধান ২৯ থেকে ১৭দিন আগাম এবং ফলনও বেশী । এ বিষয়ে পরিচালক (গবেষণা), বিনা একই মত পোষন করেন এবং ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

উক্ত জাতটি ২০১৭-১৮ মৌসুমে দেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী,রংপুর, খুলনা,সিলেট ও বরিশাল৭টি অঞ্চলের ৯ টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৯ টি স্থানে প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৭.০৩ টন/হেঃ এবং চেক জাত এর গড় ফলন ৬.৪১ টন/হেঃ পাওয়া যায় ।মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ৯টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে এবং ১ টি স্থানে বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত ব্রিধান ২৮ থেকে ৪ টি বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্রতা রয়েছে। সভাপতি মহোদয় জাতটি ছাড়করনের বিষয়ে সদস্যদের মতামত জানতে চাইলে সম্মানীত সদস্যগণও ছাড়করণের পক্ষে মতামত প্রদান করেন।